SHODHPATRA: INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE AND HUMANITIES
E-ISSN: 3048-6041 | Volume- 2, Issue- 6 | June 2025

পশ্চিমবঙ্গের উচ্চশিক্ষায় শাস্ত্রীয় কন্ঠ সংগীত শিক্ষার গুণগত ধারাবাহিকতা ও উৎকর্ষতা: কেস ষ্টাডি

ড. অমৃতা মজুমদার *
সহকারি অধ্যাপিকা ও বিভাগীয় প্রধান, সংগীত বিভাগ, সারদামণি মহিলা মহাবিদ্যাপীঠ, বাঁকুড়া জেলা, পশ্চিমবঙ্গ

সারাংশ

পশ্চিমবঙ্গের উচ্চ শিক্ষা সর্বকালেই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষেত্রে স্থান পেয়েছে তার বিশেষত্বের কারণে। শিক্ষা ব্যবস্থার বিশেষত্ব স্বরূপ বৌদ্ধিক পর্যায়ে যেমন বিজ্ঞান, নান্দনিক পর্যায়ে তেমনি কলা প্রভৃতির সংমিশ্রণে এক অভূতপূর্ব মূল্যবোধের সঞ্চার ঘটেছে।যা জ্ঞানের প্রতিফলনে সৃষ্ট সৃজনধারার এক অনন্য শিক্ষা, প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করে উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থায় উন্নীত হয়েছে। বিশ্বভারতী ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত শিক্ষা ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় ও তার অধীনস্থ মহাবিদ্যালয়গুলি যা গবেষণাকার্যের ক্ষেত্র তৈরি করেছে এবং সেই সকল প্রতিষ্ঠানগুলির শিক্ষাব্যবস্থাপনা, পাঠ্যক্রম ও শিক্ষণ-শিখন প্রণালী গবেষণাকার্য পরিধির অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের জন্য এক বা একাধিক পদ্ধতি ব্যবহার করা যায়। যেমন, প্রশ্নপত্র প্রেরণ, প্রাপ্ত তথ্যের ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ।প্রদত্ত গবেষণাপত্রে প্রথম পর্যায়ে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও তার অধীনস্থ মহাবিদ্যালয়গুলির প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাখ্যাকরণ ও উপস্থাপন এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে, শাস্ত্রীয় সংগীত শিক্ষার উন্নতিকল্পে প্রতিষ্ঠানের সকল সদস্যবৃন্দ যথা, শিক্ষার্থী ও শিক্ষক-শিক্ষিকা/অধ্যাপক-অধ্যাপিকার মূল্যবান মতামত লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

মূল শব্দ: প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থা, পাঠ্যসূচি, শিক্ষা পদ্ধতি, শাস্ত্রীয় সঙ্গীত, পাঠ্যক্রম, পরীক্ষা পদ্ধতি

১. ভূমিকা

রাষ্ট্রীয় সকল কর্মকান্ডকে সক্রিয় রাখার জন্য এবং তা জনকল্যাণমূলক খাতে প্রবাহিত করার জন্য প্রয়োজন যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম ও বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনা। তাই সকল দেশেই শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নমূলক কর্মসূচি বা পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে থাকে। যেকোনো পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা প্রয়োজন। সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহনের জন্য প্রয়োজন সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা কারণ ভৌগোলিক সামাজিক ধর্মীয় প্রভৃতি কারণে বিভিন্ন অঞ্চলের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যেও ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়।কাজেই বিভিন্ন অঞ্চলের শিক্ষা ব্যবস্থার সমস্যা সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানার প্রয়োজন। যেকোনো শিক্ষা নীতি ও শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে শিক্ষা ব্যবস্থার সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে বাস্তব ও নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করা। গবেষণার মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থার সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে বাস্তব ও নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব যা কার্যকর ও বাস্তবমুখী শিক্ষা নীতি ও শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়ক হয়।

*Corresponding Author Email: majumdar.amrita84@gmail.com
Published: 28/06/2025
DOI: https://doi.org/10.70558/SPIJSH.2025.v2.i6.45240
Copyright: @ 2025 The Author(s). This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).

কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিভিন্ন শিক্ষা কর্মসূচির সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ নিজেদের ধ্যান-ধারণা এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেন। শিক্ষা কর্মসূচি প্রণয়নের পূর্বে যেমন সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে শিক্ষা কর্মসূচির পুনর্বিন্যাস বা উন্নয়নের ক্ষেত্রেও গবেষণা লব্ধ তথ্যকে ভিত্তি করে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা ব্যবস্থাকে নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সুপরিকল্পিত উপায় পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়। পশ্চিমবঙ্গের উচ্চশিক্ষায় সঙ্গীত বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রী কোর্সের ব্যবস্থা রয়েছে। তবে তা খুবই যৎসামান্য বা বলা যায় সঙ্গীতের প্রতি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার কৌতূহল বা সচেতনতা নেই বললেই চলে। বর্তমানে রাজ্যে কুড়িটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে অর্ধেকেরও কম (৯টিতে) সংগীতকে একটি বিষয় রূপে পড়ানো হয় এবং মহাবিদ্যালয়গুলির সংখ্যার বিচারে সঙ্গীত খুবই অল্প সংখ্যক। এই সঙ্গীত শিক্ষা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের ডিগ্রী প্রদান করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য শাস্ত্রীয় কণ্ঠসঙ্গীত শিক্ষার ডিগ্রি প্রদানের ধরন হল নিম্নরূপ-

সারণী ১.১

বিশ্ববিদ্যালয়েরনাম	ডিগ্রীপ্রদান
বিশ্বভারতীবিশ্ববিদ্যালয়	B. Mus (Hons.) in H.C.M. Vocal / M.Mus in H.C.M. Vocal
রবীন্দ্রভারতীবিশ্ববিদ্যালয়	B.A. Honours in Vocal / M.A. in Vocal
বর্ধমানবিশ্ববিদ্যালয়	B.A. in H.C.M. Vocal / M.A. in H.C.M. Vocal
কলকাতাবিশ্ববিদ্যালয়	B. Mus / M.Mus
বাঁকুড়াবিশ্ববিদ্যালয়	B.A. in Music
সিধোকানহোবিরসাবিশ্ববিদ্যালয়	B.A. Honours in H.C.M. Vocal / M.A. in Performing Arts
কাজীনজরুলবিশ্ববিদ্যালয়	Hindustani Vocal (Classical) Honours
ওয়েস্টবেঙ্গলস্টেটবিশ্ববিদ্যালয়	B.A. in Music
বিদ্যাসাগরবিশ্ববিদ্যালয়	B.A. in Music / M.A. in Music

১.২ গবেষণার আবশ্যিকতা

প্রাতিষ্ঠানিক উচ্চশিক্ষায় সঙ্গীতের বর্তমান স্বরূপের পৃষ্ঠভূমিতে শাস্ত্রীয় কণ্ঠসঙ্গীত শিক্ষা হল প্রস্তাবিত গবেষণাকার্যের প্রধান উপজীব্য বিষয়। এহেতু পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিশেষত বিশ্ববিদ্যালয় অধীনস্থ মহাবিদ্যালয়গুলিতে কীভাবে শাস্ত্রীয় কণ্ঠসঙ্গীত অনান্য বিষয়ের পাশাপাশি একটি বিষয়রূপে স্থান পেয়েছে, শিক্ষা জগতের সঙ্গে যুক্ত সদস্যবৃন্দের মধ্যে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের গ্রহণযোগ্যতা কতখানি তা নিরূপণ করা প্রয়োজন। শুধু তাই নয় বর্তমানে প্রচলিত সঙ্গীত শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে কাঠামোগত পর্যালোচনার প্রয়োজন।

১.৩ গবেষণায় ব্যবহৃত সংজ্ঞা সমূহ:

·উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: যেখানে সংগীত শিক্ষায় স্নাতক ও স্নাতকোত্তর উপাধি প্রদান করা হয়, এমন কিছু বিশ্ববিদ্যালয় অধীনস্থ মহাবিদ্যালয়।

·হিন্দুস্তানী শাস্ত্রীয় কণ্ঠসঙ্গীত: স্বর ও ধ্বনির সমন্বয়ে গীতের সৃষ্টি। এক কথায় বলতে গেলে, অর্থবহ বাণী, সুর ও তালের সমন্বয়ে মানুষের কন্ঠ থেকে নিঃসৃত ধ্বনি।

·শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের পাঠ্যক্রম: CBCS (choice based credit system) অনুযায়ী বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচলিত শিক্ষাকাঠামো ও পাঠ্যসূচি।

শিক্ষাদান পদ্ধতি: তিন বছরের স্নাতক (সাম্মনিক) ও দু বছরের স্নাতকোত্তর কোর্সে পঠন-পাঠন (প্রথাগত)।

পরীক্ষা পদ্ধতি: ছাত্র-ছাত্রীদের যোগ্যতা ও মান যাচাই করবার জন্য ছয় মাস অন্তর সকল বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের অভ্যন্তরীণ ও চূড়ান্ত মূল্যায়ন পদ্ধতি বিদ্যমান।

২. গবেষণা পদ্ধতি ও কৌশল

প্রদত্ত গবেষণা কার্যে গুণগত কেস স্টাডি (qualitative case study approach) ব্যবহৃত হয়েছে। উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নের ক্ষেত্রে বিচার বুদ্ধি ও পছন্দ অনুযায়ী কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে। নমুনা হিসাবে শিক্ষক-শিক্ষিকা চয়নের ক্ষেত্রে প্রথম পর্যায়ে, সংগীতকে বিষয় রূপে পড়ানো হয় পশ্চিমবঙ্গের এমন কিছু উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্বাচন, দ্বিতীয় পর্যায়ে, সংগীত বিভাগ নির্বাচন ও তৃতীয় পর্যায়ে, ২৬ জন শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে একটি রিপোর্ট তৈরি করা হয়ছে। তথ্যের প্রাথমিক উৎস থেকে প্রাথমিক তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য প্রদত্ত গবেষণায় উপকরণ হিসেবে প্রশ্নপত্র ব্যবহার করা হয়েছে। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছ থেকে নিজেদের প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাব্যবস্থার উৎকর্ষতা সাধনের লক্ষ্যে তিনটি উন্মুক্ত বা আনুসাঙ্গিক প্রশ্নপত্রের ব্যবহার করা হয়েছে। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিকট তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে গবেষক ব্যাক্তিগত সাক্ষাৎকার ছাড়াও বিভিন্ন সহযোগী মাধ্যম বিশেষত e-mail ও Whats App এবং phone call এর ব্যবহার করেছেন।

২.১ উচ্চশিক্ষায় শাস্ত্রীয় কণ্ঠসঙ্গীতের উন্নতিসাধনে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিকট গৃহীত মতামতের উদ্দেশ্যে রচিত প্রশ্নাবলী:

ক) প্রচলিত শাস্ত্রীয় সংগীত শিক্ষা কাঠামো ও পাঠ্যসূচির কি কোন পরিবর্তন হওয়া উচিত?

খ) শ্রেণিকক্ষে কিরূপ শিক্ষাদান পদ্ধতি অবলম্বন করলে শিখন ফলপ্রসূ হবে?

গ) বর্তমানে প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতির সম্পর্কে আপনার মূল্যবান মতামত কীরূপ?

২.২ উচ্চশিক্ষায় শাস্ত্রীয় কণ্ঠসঙ্গীতের উন্নতিসাধনে শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দের গৃহীত মতামত

সারণী ২.২

শিক্ষক-শিক্ষিকা	প্রাপ্ত মতামত

১	ক) পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। খ) গুরুশিষ্য পরম্পরা কেন্দ্রিক পদ্ধতি হওয়া প্রয়োজন। গ) তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক নির্ভর হওয়া উচিত।
২	ক) নতুন কিছু বিষয় সংযোজিত করা যেতে পারে। খ) নতুন নতুন আঙ্গিকে শিক্ষাদান করা উচিত। গ) বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা ছাড়াও বিভাগে আলাদা করে পরীক্ষার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।
৩	ক) পাঠ্যক্রম যুগোপযোগী ও কর্মমুখী হওয়া বাঞ্ছনীয়। খ) ক্রিয়াত্মকের পাশাপাশি ঔপপত্তিক দিকটিতেও বিশেষ নজর রেখে শিক্ষাদান করা উচিত। গ) বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুসারে পরীক্ষা পদ্ধতি চালু আছে তবে আরও গবেষণাভিত্তিক বিষয়ে ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহিত করে তার ভিত্তিতে কিছুটা মূল্যায়ন করা যেতে পারে।
৪	ক) সংগীতের পাঠ্যক্রম বৃত্তিমূলক হওয়া উচিত যাতে শিক্ষার্থীরা প্রতিযোগিতামূলক ক্ষেত্রে উন্নত হতে পারে। খ) বর্তমান সময়ে শিক্ষণ পদ্ধতিকে পরিবর্ধন করা উচিত। গ) পরীক্ষা পদ্ধতির সম্পূর্ণ পরিবর্তন প্রয়োজন।
৫	ক) মন্তব্য নেই খ) বর্তমানে প্রচলিত নতুন প্রযুক্তি যেমন অডিও, ভিডিও প্রভৃতি সমস্ত কিছুই শিক্ষণ পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। গ) গতানুগতিক পরীক্ষা পদ্ধতির পাশাপাশি মঞ্চ পরিবেশনার জন্য Aptitude test বাধ্যতামূলক।
৬	ক) উপযোগী পাঠ্যক্রম রয়েছে। খ) প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষক কেন্দ্রিক পদ্ধতি উপযোগী ছিল, দ্বিতীয়ত বস্তু কেন্দ্রিক পদ্ধতি যেমন অডিও ভিসুয়াল, মিউজিক কনসার্ট এবং পারফর্মেন্স অবশ্যই উপযোগী শিক্ষার্থীদের জন্য। গ) স্নাতক স্তর থেকে মঞ্চ পরিবেশনা বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত এবং বিভাজিত নম্বর রেজাল্টে দেখানো উচিত।
৭	ক) স্নাতক স্তরে সরাসরি ভর্তিতে আপত্তি রয়েছে। খ) বর্তমান সময়ে আমরা শিক্ষণ পদ্ধতিতে আন্তর্জাতিক মান গ্রহণ করার ক্ষেত্রে অসমর্থ। গ) প্র্যাকটিকাল বার্ষিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে আমরা একটা অসঙ্গত পদ্ধতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছি।
৮	ক) আসল সমস্যা হল মৌলিক ভিত্তি ছাড়া স্নাতক করছে আমরা সংগীত শিক্ষা প্রদান করে থাকি। আসলে সংগীত শিক্ষা শুরু করা উচিত প্রাথমিক স্তর থেকেই। খ) সংগীত শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন অনুযায়ী কলেজের পরিবেশ তৈরি করা প্রয়োজন তাহলেই শিক্ষার্থীরা গ) পরীক্ষার সময় শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির হার দেখা প্রয়োজন। যদি কিছু শিক্ষার্থী নিয়মিত ক্লাসে উপস্থিত না থাকে
৯	ক) আন্তর্জাতিক মানের এবং প্রযুক্তিভিত্তিক সংগীত পাঠক্রম হওয়া প্রয়োজন।

	খ) শুধুমাত্র সূচিপত্রে দৃষ্টিপাত করলে হবে না, শিক্ষার্থীদের এই প্রচলিত পদ্ধতিটি অনুসরণ করা প্রয়োজন। গ) মন্তব্য নেই
১০	ক) আমরা যাতে সংগীত শিল্পী তৈরি করতে পারি সেরকম পাঠ্যক্রম তৈরি করা প্রয়োজন। শিল্পী হওয়ার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত পরিবেশ ও কোর্স প্রদান করা উচিত যাতে তারা পরবর্তীতে একজন সুগায়ক হয়ে উঠতে পারে। খ) শিক্ষণের ক্ষেত্রে পরম্পরাগত পদ্ধতির সঙ্গে নতুন পদ্ধতির মিশ্রণ ঘটানো উচিত, বিশদ আকারে কিছু রাগ শেখানো দরকার। গ) পরীক্ষা পদ্ধতি ব্যবহারিক কেন্দ্রিক গড়ে তুলতে হবে। মঞ্চ প্রদর্শন স্নাতক স্তর থেকেই শুরু করতে হবে।
১১	ক) কোর্স গুলির পুনর্গঠন হওয়া উচিত এবং কোর্স কাঠামো গবেষণা কেন্দ্রিক হওয়া প্রয়োজন। খ) সুর ও লয়ের প্রতি সবচেয়ে মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন। গ) প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষার ক্ষেত্রে সিনিয়র প্রফেসরদের মধ্যে থেকে পরীক্ষক বাছাই করা দরকার।
১২	ক) বর্তমানে শাস্ত্রীয় সংগীতের পাঠ্যক্রম ঠিকই রয়েছে। তবে এর পাশাপাশি লঘু সংগীতের কোর্স চালু করা দরকার। খ) শিক্ষক শিক্ষিকা কেন্দ্রিক পদ্ধতি হলে ভালো হয়। গ) প্রাকটিক্যাল পরীক্ষকদের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন যাতে তারা নতুন প্রযুক্তি ও পদ্ধতিতে দক্ষ হয়ে ওঠে।
১৩	ক) কোর্সে শব্দ প্রযুক্তি ও মিউজিক প্রোগ্রামিং যুক্ত করা প্রয়োজন। খ) শিক্ষণ পদ্ধতি হওয়া উচিত শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক ও বন্ধুত্বপূর্ণ। গ) প্র্যাকটিকাল পরীক্ষার পরে লেখা পরীক্ষা হওয়া উচিত। প্রাকটিক্যাল পরীক্ষার জন্য পরীক্ষক মন্ডলী থাকা প্রয়োজন এবং সমস্ত শ্রোতা দর্শকদের সামনে মঞ্চ প্রদর্শন হওয়া দরকার।
১৪	ক) সংগীতের পাঠ্যক্রমকে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের সমতুল্য করে গড়ে তোলা প্রয়োজন। খ) শিক্ষার্থীদের চাহিদা ও আগ্রহের প্রতি খেয়াল রেখে শিক্ষণ পদ্ধতি হওয়া দরকার। যাতে তাদের অন্তর্নিহিত গুণমান বৃদ্ধি পায়। গ) শিক্ষার্থীদের বুদ্ধিমত্তার সাপেক্ষে তত্ত্বগত পরীক্ষা হওয়া উচিত এবং প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা মঞ্চ উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে হওয়া উচিত।
১৫	ক) পাঠ্যক্রম প্রগতিশীল তথা বর্তমান চাহিদা অনুযায়ী তৈরি করা প্রয়োজন। খ) প্রাথমিক বিদ্যালয় স্তর থেকেই সংগীতের শিক্ষা হওয়া প্রয়োজন। গ) পৃথকভাবে ব্যবহারিক ও তত্ত্বগত পরীক্ষার ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন।
১৬	ক) পাঠক্রম একদম ঠিক থাকার পাশাপাশি উপযুক্ত পরিবেশ দরকার যেখানে শিক্ষার্থীরা নিজেদের শ্রমশীল করে গড়ে তুলতে পারে। খ) শিখন পদ্ধতি নিয়ে কোন সমস্যা নেই। গ) প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষার ক্ষেত্রে অন্তত তিনজন বিশেষজ্ঞ বা অভিজ্ঞ ব্যক্তি থাকা প্রয়োজন। যাদের মধ্যে একজন হবেন অভ্যন্তরীণ আর বাকি দুজন বহিরাগত পরীক্ষক।

১৭	ক) পাঠ্যক্রমে রাগের সংখ্যা সীমিত করতে হবে এবং সেগুলি পাশাপাশি নিবিড় অধ্যয়ন করা প্রয়োজন। খ) শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক হওয়া প্রয়োজন এবং শিক্ষকদের ভূমিকা হওয়া প্রয়োজন উপদেষ্টা স্বরূপ। গ) পরীক্ষার ক্ষেত্রে তিন থেকে পাঁচজনের একটা বিশেষজ্ঞ মন্ডলী থাকা প্রয়োজন যাতে শিক্ষার্থীরা ব্যবহারিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে পরীক্ষকের খারাপ মানসিকতার স্বীকার না হয়।
১৮	ক) কোর্সগুলি সহজ সরল করা প্রয়োজন যাতে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বজায় থাকে। এক্ষেত্রে দক্ষ শিক্ষক-শিক্ষিকার নিয়োগ করা প্রয়োজন। খ) যখন কোন দক্ষ তথা অভিজ্ঞ শিক্ষক শিক্ষিকা সূক্ষ্ম পদ্ধতিতে কোন গান রচনা শেখাবেন তখন শিক্ষার্থীরাও খুব সহজে আগ্রহের সহিত তা শিখে ফেলবে। গ) পরীক্ষা পদ্ধতি যথাযথ তথা কঠোর হওয়া প্রয়োজন এবং বিষয়ের পরীক্ষক জ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞ হওয়া প্রয়োজন।
১৯	ক) পাঠ্যক্রমে রাগের সংখ্যা সীমিত হওয়া প্রয়োজন। খ) শিক্ষককে নিয়মিতভাবে শিক্ষার্থীদের সাথে থাকা প্রয়োজন। গ) তিন মাস অন্তর অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার মূল্যায়ন হওয়া প্রয়োজন।
২০	ক) কোর্সগুলিতে পৃথকভাবে শাস্ত্রীয় সংগীত পাঠ্যক্রম গড়ে তোলা প্রয়োজন। খ) শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা। গ) মন্তব্য নেই
২১	ক) ক্রম হিসাবে রাগের বিন্যাস হওয়া প্রয়োজন। খ) নতুন প্রবণতা নিয়ে আসা প্রয়োজন। গ) ব্যবহারিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে পরীক্ষক মন্ডলী গঠনের প্রয়োজন। বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতি একেবারেই স্বচ্ছ নয়।
২২	ক) সংগীত পার্থক্য অসমাপ্ত। খ) আধুনিক পদ্ধতি নিয়ে আসা প্রয়োজন এবং নিয়মিতভাবে তা পরিমাপ করা প্রয়োজন। গ) শ্রেণিকক্ষে নিয়মিত পরীক্ষা নেওয়া বাঞ্ছনীয়।
২৩	ক) বর্তমানে প্রচলিত পাঠ্যক্রম সঠিকভাবে গঠন করা হয়নি, আমি সম্পূর্ণরূপে অসম্মত। খ) শিখন পদ্ধতি নিয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে দ্বিমত রয়েছে। সুতরাং একটা সঙ্গতি থাকা দরকার। গ) শিক্ষার্থীদের মঞ্চ উপস্থাপনা দেখে তবেই ব্যবহারিক পরীক্ষা নেওয়া প্রয়োজন।
২৪	ক) শিক্ষার্থীদের স্তর অনুযায়ী কিছু নির্বাচিত রাগ পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। খ) শিখন পদ্ধতি শিক্ষক-শিক্ষিকাকে কেন্দ্রিক হওয়া প্রয়োজন এবং পৃথক পৃথক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ অনুযায়ী সংগীত শিক্ষা পদ্ধতি গড়ে তোলা দরকার। গ) সমস্ত স্তরের জন্যই মঞ্চ উপস্থাপনা রাখা প্রয়োজন।
২৫	ক) পরম্পরাগত পদ্ধতির পাশাপাশি বর্তমানের উন্নত পদ্ধতিও গ্রহণ করা প্রয়োজন।

	খ) শাস্ত্রীয় সংগীতের ক্ষেত্রে আমাদের পরম্পরাগত পদ্ধতিই মেনে চলার প্রয়োজন। গ) পরীক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তনের কোন প্রয়োজন নেই।
২৬	ক) পূর্বের তুলনায় বর্তমানের পাঠ্যক্রম যথেষ্ট সুন্দর,তবে আরও বিষয়সূচি যোগ করা প্রয়োজন। খ) শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বিষয় সম্পর্কে বর্ধিত করা প্রয়োজন। গ) কোন উত্তর নেই

৩. আলোচনা ও সুপারিশ

প্রস্তাবিত গবেষণা কার্যটি পশ্চিমবঙ্গের নয়টি বিশ্ববিদ্যালয় ও তার অধীনস্ত মহাবিদ্যালয়গুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ যেখানে সংগীতকে বিশেষত কন্ঠসঙ্গীতকে একটি বিষয়ের রূপে পড়ানো হয়ে থাকে। এই কার্যটি সম্পাদন করতে গিয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ধরা পড়ে-

- গবেষণার ক্ষেত্রে হিসাবে বেছে নেওয়া বা নির্বাচিত নয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে কেবলমাত্র বিশ্বভারতী, রবীন্দ্রভারতী এবং সিধো কানহ বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ক্যাম্পাসে সংগীত কে যথাক্রমে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে শেখানো হলেও বাকি ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয় তার নিজস্ব ক্যাম্পাসে সংগীতের পরিসর বা ক্ষেত্র তৈরি করে উঠতে পারেনি। ভবিষ্যতে যাতে তার ব্যবস্থা করা হয় সেজন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে উদ্যোগ নেওয়ার অনুরোধ রইল।
- মহাবিদ্যালয়গুলিতে সর্বক্ষণের স্থায়ী অধ্যাপক-অধ্যাপিকার (Asst.Prof.) অভাব রয়েছে। বেশিরভাগ কলেজই SACT (State aided college teacher) দিয়ে সংগীতের পুরো বিভাগটি চালিয়ে যাচ্ছেন। SACT শিক্ষক-শিক্ষিকা যারা রয়েছেন অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে তাদের কলেজে পড়ানোর জন্য UGC নির্ধারিত ন্যূনতম যেসব যোগ্যতা প্রয়োজন তার অভাব রয়েছে।
- শিক্ষার্থীদের কথা মাথায় রেখে পাঠ্যক্রম যাতে তৈরি হয় অর্থাৎ আগামীদিনে শিক্ষার্থীরা যে সকল কোর্স বা চাকরি সম্বন্ধীয় পরীক্ষা দেবে যেমন NET, SET, SSC প্রভৃতি সেভাবেই প্রস্তুত করা প্রয়োজন।
- আমরা জানি গান-বাজনা শেখার চারটি ভাগ থাকে। একটা শেখা, ভাবা, শোনা আর একটা নিজের রেওয়াজ করা। এই চারটে ভাগের সঙ্গে আমরা শিক্ষার্থীদের পরিচয় করিয়ে দিতে পারি। আমরা যদি তাদের রেকর্ডিং শোনায়, মাইক্রোফোন দিয়ে ক্লাস করায়, সাউন্ড সম্বন্ধে তাদের একটা ধারণা তৈরি করে দিতে পারি, অনেক বেশি বাদ্যযন্ত্র পায় যেটা তারা নিজেরা টিউন করতে শেখে প্রভৃতি যে সকল ছোট ছোট বিষয়গুলি রয়েছে সেগুলোর সাথে তারা পরিচিত হতে পারে। হাতে-কলমে আরও বেশি করে শিখতে পারে।
- নিয়মিত ক্লাস টেস্ট নেওয়া, out reach project এর ব্যাবস্থা করা যার মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীরা বাইরে গিয়ে বিভিন্ন জায়গায় হাতে-কলমে সংগীত বিষয়ে কিভাবে প্রচার ও প্রসার ঘটেছে তা নিয়ে কাজ করতে পারে। এছাড়াও আলোচনাসভা, Dissertation, PPT প্রভৃতি মূল্যায়ন পদ্ধতির অন্তর্ভূক্ত করা উচিত।

৪. উপসংহার

পশ্চিমবঙ্গে শাস্ত্রীয় সংগীতের চর্চা ও অনুশীলন সুদূর অতীতকাল হতে চলে আসছে। ইদানিং কালে এর চর্চা অনেকাংশে হ্রাসমান। বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর ঘরানার ঐতিহ্য থাকলেও এর উত্তরসূরীর সংখ্যা ক্রমশ কমে আসছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে এই মহাবিদ্যাপীঠের সঙ্গীত বিভাগে স্নাতক

ও স্নাতকোত্তর স্তরে সাধারণ মেধার ছাত্রীদের সঙ্গে কিছু মেধাবী ও অতি মেধাবী ছাত্রীও ভর্তি হয় এবং পাঠ সমাপন করে তারা নিজ নিজ পরীক্ষায় সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণও হয়ে থাকে। জেলার একমাত্র এই কলেজেই স্নাতকোত্তর বিভাগে রবীন্দ্র সংগীত ও হিন্দুস্তানি শাস্ত্রীয় সংগীতের শিক্ষাদান করা হয়। গবেষণার ফলাফল শিক্ষা সম্পর্কিত নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়নে, শিক্ষা কর্মসূচির সুষ্ঠু বাস্তবায়ন ও উন্নয়নে, শিক্ষা সমস্যা ও সামাজিক সমস্যা সমাধানে যথাযথ ব্যবহার হয় সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। প্রতিটি গবেষক ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের কর্তব্য হচ্ছে তাদের গবেষণা সম্পর্কে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অবহিত করা। প্রয়োজনবোধে ফলাফল (findings) সংক্ষিপ্ত আকারে লিপিবদ্ধ করে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা উচিত। অন্যথায় ব্যাপকভাবে জাতির উন্নয়নে শিক্ষা গবেষণা সঠিক অবদান রাখতে পারবে না।জাতীয় পর্যায় ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষাদানের পদ্ধতি, শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অপ্রতুলতা ইত্যাদি নানা ধরনের সমস্যা রয়েছে। শিক্ষাই একটি জাতির অগ্রগতির চাবিকাঠি এবং এই শিক্ষাকে সঠিক পথে পরিচালিত করে অপরিমিত সুফল লাভের সম্ভাবনা আছে।শ্রেণী শিক্ষকরা নিজেরাই গবেষণার মাধ্যমে এগুলোর অন্তর্নিহিত কারণ ও সম্ভাব্য সমাধানের পথনির্দেশ করতে পারেন। শ্রেণিকক্ষে সার্থকভাবে শিক্ষাদান করতে হলে একজন শিক্ষককে অবশ্যই শিক্ষার নানা দিক নিয়ে গবেষণা করতে হবে যা তাৎক্ষণিকভাবে শিক্ষাদান কর্মে সহায়ক। অন্যদিকে উচ্চ শিক্ষার প্রতিটি ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা গবেষণার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারে সেই রূপ উপযুক্ত পাঠ্যক্রম সংগীত শিক্ষার অন্তর্ভুক্তকরতে হবে।সঙ্গীত শিক্ষার বর্তমান অবস্থা জানা, অনগ্রসরতার প্রকৃতি ও কারণ নিরূপণ, প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন কর্মসূচির সম্ভাব্যতা অবলোকন ও মূল্যায়নের লক্ষ্যেই প্রদত্ত গবেষণা কার্য পরিচালিত।

তথ্যসূত্র

১. মজুমদার অমৃতা, গবেষণার শিরোনাম "পশ্চিমবঙ্গের উচ্চশিক্ষায় প্রাতিষ্ঠানিক শাস্ত্রীয় কণ্ঠসঙ্গীত শিক্ষার বিকাশ ও তার বর্তমান স্বরূপ: বিশ্লেষণাত্মক ব্যাখ্যা" পশ্চিমবঙ্গ, ২২শে জুলাই, ২০২৪. পৃ. ৮০, ৮১

২. মজুমদার অমৃতা, গবেষণার শিরোনাম "পশ্চিমবঙ্গের উচ্চশিক্ষায় প্রাতিষ্ঠানিক শাস্ত্রীয় কণ্ঠসঙ্গীত শিক্ষার বিকাশ ও তার বর্তমান স্বরূপ: বিশ্লেষণাত্মক ব্যাখ্যা" পশ্চিমবঙ্গ, ২২শে জুলাই, ২০২৪. পৃ. ২, ৩

৩. মজুমদার অমৃতা, গবেষণার শিরোনাম "পশ্চিমবঙ্গের উচ্চশিক্ষায় প্রাতিষ্ঠানিক শাস্ত্রীয় কণ্ঠসঙ্গীত শিক্ষার বিকাশ ও তার বর্তমান স্বরূপ: বিশ্লেষণাত্মক ব্যাখ্যা" পশ্চিমবঙ্গ, ২২শে জুলাই, ২০২৪. পৃ. ৫,৬,৭, ৮

৪. মজুমদার অমৃতা, গবেষণার শিরোনাম "পশ্চিমবঙ্গের উচ্চশিক্ষায় প্রাতিষ্ঠানিক শাস্ত্রীয় কণ্ঠসঙ্গীত শিক্ষার বিকাশ ও তার বর্তমান স্বরূপ: বিশ্লেষণাত্মক ব্যাখ্যা" পশ্চিমবঙ্গ, ২২শে জুলাই, ২০২৪. পৃ. ১২৩,১২৪,১২৫,১২৬,১২৭,১২৮

৫. মজুমদার অমৃতা, গবেষণার শিরোনাম "পশ্চিমবঙ্গের উচ্চশিক্ষায় প্রাতিষ্ঠানিক শাস্ত্রীয় কণ্ঠসঙ্গীত শিক্ষার বিকাশ ও তার বর্তমান স্বরূপ: বিশ্লেষণাত্মক ব্যাখ্যা" পশ্চিমবঙ্গ, ২২শে জুলাই, ২০২৪. পৃ. ১৩৮, ১৩৯,১৪০